সমকাল

তারিখ 29 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

পাবিপ্রবিতে উত্তেজনা

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংঘর্ষ

■ পাবনা অফিস

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় দফায় দফায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ব্যাপক ভাংচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উভয় পক্ষের কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, শুক্রবার পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে কলা ও সামাজিক অনুষদের ডিন ও বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এম আবদুল আলীমের সঙ্গে গেটের নিরাপত্তাকর্মীদের বাকবিতণ্ডার ঘটনা ঘটে। এরই জের ধরে নিরাপত্তাকর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ওই দিন সন্ধ্যায় ক্যাম্পাস চত্বরে ড. আলীমকে মারধর করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে মারধর ও লাঞ্ছিতের খবর জানতে পেরে শনিবার বেলা ১১টার দিকে ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ সভা করে। এ সময় কয়েকজন শিক্ষকও ছাত্রদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে সেখানে যান। খবর পেয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থানকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

অন্তত ২০ জন আহত হন। ভাংচুর করা হয় অন্তত ৩০টি মোটরসাইকেল ও প্রশাসনিক ভবনের জানালার কাঁচ। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

পাবনা সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মিজানুর জানান, এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জরুরি সভা আহ্বান করেছে।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আওয়াল কবির জয় সমকালকে বলেন, 'দুই গ্রুপে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি। বিষয়টি নিয়ে জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। বৈঠকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তদন্তসাপেক্ষে যারা এ ঘটনায় জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।' বিচারের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা আজকের জন্য কর্মসূচি সমাপ্ত করেছে বলেও দাবি করেন প্রক্টর।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড ও সামাজিক অনুষদ বিভাগের ডিন পদ থেকে ড. আবদুল আলীমকে অপসারণ না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারী সমিতি।